গবেষণার শিরোনাম- নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিগ্রহণ ও পর্যালোচনা (১৯০০-২০২০)

স্নেহাশিস দাসকর্মকার

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা আমাদের সমগ্র গবেষণার বিষয়টিতে ভাবতে চেষ্টা করেছি বিশ শতক থেকে একুশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত বাঙালির মহাভারত চর্চার ধারাকে। বলাই বাহুল্য, মহাভারত একটি বহুমুখী ও বহুমাত্রিক অভিসন্দর্ভ। তাই মহাভারতকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবনার প্রয়াস আমরা করতে চেয়েছি আমাদের গবেষণায়। আমরা জানি ভারত একটি বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির দেশ। এই বহুত্ববাদ ভারতের অন্যতম পরিচয়। ভাবনার এই জায়গা থেকে মহাভারতের পাঠ ও চর্চাও আমরা আমাদের গবেষণায় করতে চেয়েছি। কারণ সমকালীন পরিস্থিতিতে সারা ভারত জুড়েই কিছু উগ্র রাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের মতো করে ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির নির্মাণ করছে। তাই মহাভারতও সেই সকল রাজনৈতিক সংগঠনের পরিকল্পনার বাইরে থাকছে না। সেই কারণেই আমাদের গবেষণায় প্রতিটি অধ্যায়তেই আমরা খুঁজে দেখতে চেয়েছি মহাভারতের এই বিশালতা ও ভিন্নতাকে। বস্তুতপক্ষে মহাভারতে হিংসা, ঘৃণা, মহাযুদ্ধ, অন্যায়ের মতো প্রেম, ভালোবাসা, নীতি ও ধর্মের জায়গাও সমানভাবে স্থান পেয়েছে। তাই কোনও ব্যক্তির পক্ষেই নির্দিষ্ট একটি ভাবনাকে কেন্দ্র করে বা নির্দিষ্ট একটি ছকে ফেলে মহাভারতকে পাঠ করা অসম্ভব। আমাদের গবেষণায় এগুলিকেই দেখার চেষ্টা হয়েছে। এর পাশে বর্তমান বিশ্বে ঘটে চলা একাধিক যুদ্ধ ও হানাহানি এবং মানুষের প্রতি মানুষের বিভেদ এতটাই বেড়ে চলেছে যে আজ আমরা প্রায় খাদের কিনারে এসে পৌঁছেছি। মূল মহাভারতে তো বটেই, এমনকী বিশ শতক থেকে একুশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যিকেরা মহাভারতীয় বিভিন্ন নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁদের নির্মিত নবনির্মাণেও প্রথমে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। তাই এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মহাভারত আমাদের লড়াইয়ের অন্যতম শক্তি হতে পারে।

আমাদের গবেষণা পত্র প্রধান পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিতে সমকালীন যুগের চাহিদা মেনে যে সমস্ত সাহিত্যিকেরা মহাভারতীয় আখ্যান রচনা করেছেন, তাঁদের রচনাগুলিকে নিয়ে আমাদের আলোচনা এগিয়েছে। এর মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছি বর্তমান যুগের মানুষের

দ্বন্দ্ব ও সংকট উপস্থাপন করতে গিয়ে এবং ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় মহাভারতীয় অনুষঙ্গ কেমনভাবে উঠে এসেছে। গবেষণায় আমরা খুঁজতে চেষ্টা করেছি মহাভারতে ধর্ম ও নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। মূলত ধর্ম কী? অবস্থা ও পরিস্থিতির ভেদে ধর্মও কি পরিবর্তনশীল? ধর্মের সঙ্গে ভালোত্বের সংযোগ কতটা গভীর? মহাভারতের ন্যায় ও নীতির প্রসঙ্গগুলি সমকালীন যুগেও কতটা প্রাসঙ্গিক তাও বলার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণায়।

ছাড়াও আমাদের দীর্ঘ গবেষণায় বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা অত্যন্ত চমকপ্রদ আমাদের কাছে। প্রথমত, মহাভারত শুধুমাত্র রূপকের আচ্ছাদনে আবৃত নয়। অলৌকিক ঘটনা ও অতিপ্রাকৃত বিষয় মহাভারতে থাকলেও তাতে আছে ইতিহাস পূর্বযুগের ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত। আদি মহাভারতের সময়কাল সিন্ধু সভ্যতার থেকেও প্রাচীন। মহাভারত ইতিহাস না হলেও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অনেক উপাদান মহাভারতের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কালে কালান্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক পটভূমিতে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের কাল সীমায় মহাভারতের পুনর্নির্মাণের ধারা। তৃতীয়ত, মহাভারত চর্চায় নবজাগ্রত বাঙালির অন্বেষণ ও সৃষ্টিধারা। চতুর্থত, বিশ শতক ও একুশ শতকে মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সংকট বোঝাতে গিয়ে মহাভারতীয় অনুষঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পঞ্চমত, ভারতীয় মহাভারত চর্চার ধারায় বাঙালির অবদান এবং ভারতীয় সাহিত্যে বাঙালির মহাভারত চর্চার জায়গা।